তারিখ ... 02 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ..২.. কলাম ..৬. ......

আমাদের সময়

বাড়ছে উচ্চশিক্ষার সুযোগ

এম এইচ রবিন ●

বিশ্ব দরবারে আত্মমর্যাদাশীল উন্নত জাতি হিসেবে পরিচিতির পূর্বশর্ত হচ্ছে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ। জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে দক্ষ জনবলের বিকল্প নেই। প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনবল তৈরির জন্য চাই মানসম্মত শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে নিত্যনতুন আবিষ্কার এবং আবিষ্কৃত জ্ঞানের বাস্তবমুখী প্রয়োগ। উন্নত বিশ্বের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দেশের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তির বিশ্বায়নের যুগে গুণগত শিক্ষা ও গবেষণা কর্মকাণ্ডের বিস্তার ও প্রসারে অনেক এগিয়েছে বাংলাদেশ। সরকারি সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি বেসরকারি ক্ষেত্রেও উচ্চশিক্ষার সুযোগ ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছে।

দেশে পাবলিক ৩৭ এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ৯১

দেশে বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৭টি। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯১টিতে উন্নীত হয়েছে। এর ফলে এক সময়ে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশমুখিতা ছিল, বর্তমানে তা হ্রাস পেয়েছে। লাখ-লাখ ডলারের অর্থ বিদেশে যাওয়া বন্ধ হয়েছে। দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ অবারিত হওয়ায় বর্তমানে অনেক দেশের শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণে বাংলাদেশের প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছে। এর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা যোগ হচ্ছে দেশের অর্থনীতিতে। আগামীতে এ খাতে রেমিট্যান্স আয়ের উৎসের অন্যতম খাত হতে পারে এ উচ্চশিক্ষা। বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি খাতে উচ্চশিক্ষা অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে বলে মনে করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি উচ্চশিক্ষা খাতকে আগামীর অন্যতম রেমিট্যান্স আয়ের উৎস হিসেবে উল্লেখ করেন। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিনিয়ত বাড়ছে বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা। এ সংখ্যা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশি। বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা এগিয়েছে। আরও মানসম্মত শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে নিত্যনতুন আবিষ্কার এবং আবিষ্কৃত জ্ঞানের বাস্তবমুখী প্রয়োগে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের।

উচ্চশিক্ষায় বিনিয়োগ বা অর্থায়ন সত্যিকার অর্থেই জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ও যথেষ্ট অর্থবহ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে বলে এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ২

বাড়ছে উচ্চশিক্ষার সুযোগ

(শেষ পৃষ্ঠার পর) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় উদ্যোক্তাদের মত। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মালিক সমিতির সভাপতি শেখ কবির হোসেন বলেন, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া গতিশীল হওয়ার ক্রমধারায় উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে বাংলাদেশে। আমাদের শিক্ষার্থীরা আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা, দপ্তরে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে চলছে।

দেশে বিরাজমান শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে আন্তর্জাতিক খাত হিসেবে চিহ্নিত করে অনেক নতুন-নতুন শিক্ষার প্রকল্প সরকার গ্রহণ করেছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান।

ইউজিসির তথ্যানুযায়ী, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বিদেশি শিক্ষার্থী সংখ্যা [illegible] জন। [illegible] সালে এ সংখ্যা ছিল ৩২৬, ২০১২ সালে ৫২৫, ২০১১ সালে ২১০, ২০১০ সালে ৩৫৯, ২০০৯ সালে ৩৯০ এবং ২০০৮ সালে ছিল ২২১ জন। বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় উচ্চশিক্ষার গুণগতমানের ক্ষেত্রে ইতিবাচক দিক বলে বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয়।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বিদেশি শিক্ষার্থীর হার সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় অনেক বেশি। শ্রীলংকা, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ, ভারত এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীরা আসছে উচ্চশিক্ষা নিতে বাংলাদেশে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিদেশি শিক্ষার্থী সংখ্যা ১ হাজার ৬৪৩ জন। ২০১৩ সালে ছিল ১ হাজার ৬১২ জন।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনুষদ/মূল-বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩ লাখ ৩০ হাজার ৭৩০; এর মধ্যে ছাত্রী ৮৭ হাজার ৫৭৯ জন। ২০১৩ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বমোট শিক্ষার্থী ছিল ৩ লাখ ২৮ হাজার ৭৩৬ জন; এর মধ্যে ছাত্রী ৮৪ হাজার ৬৪৫ জন। সে হিসাবে ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৪ সালে ১ লাখ ৯৯৪ জন শিক্ষার্থী বেশি। ২০১৩ সালে বিদেশি শিক্ষার্থী ছিল ১ হাজার ৬৪৩, যা ২০১৩ সালের তুলনায় ৩১ জন বেশি। এ ছাড়া ২০০৭ সালে ১ লাখ ৭০ হাজার ৫০৫, ২০০৮ সালে ১ লাখ ৮২ হাজার ৬৪১, ২০০৯ সালে ২ লাখ ৯৩৯, ২০১০ সালে ২ লাখ ২০ হাজার ৭৫২, ২০১১ সালে ২ লাখ ৮০ হাজার ৮২২, ২০১২ সালে ৩ লাখ ১৪ হাজার ৬৪০ শিক্ষার্থী ছিল। পরিসংখ্যান অনুযায়ী বর্ণিত বছরে নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটিতে সর্বোচ্চসংখ্যক শিক্ষার্থী ১৩ হাজার ৯৯০; তারপর ক্রমানুযায়ী ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে ১৩ হাজার ৬৭৯, ঢাকার সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটিতে ১১ হাজার ৪১০, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রামে ১১ হাজার ৩৩ এবং ২৯ জন শিক্ষার্থী ছিল রণদা প্রসাদ সাহা ইউনিভার্সিটিতে। এসব তথ্য জানা গেছে ইউজিসির ২০১৪ সালের পরিসংখ্যান থেকে। তবে ২০১৪ সালে অনুমোদিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮০টি হলেও ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়নি বলেও উল্লেখ করা হয় উল্লিখিত প্রতিবেদনে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বমোট আসন সংখ্যা ২ লাখ ৩৫ হাজার ২টি। এর মধ্যে স্নাতক ও স্নাতক [illegible] ১ম বর্ষে সর্ব[illegible] সংখ্যা ছিল [illegible] হাজার ৬৫৮টি এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে আসন সংখ্যা ৭৩ হাজার ৩৪৪টি।

ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটওয়ারী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যদি বিদ্যমান আইন যথাযথভাবে প্রতিপালন করে শিক্ষার গুণগতমানের উন্নয়ন ঘটায়, সেক্ষেত্রে অদূর ভবিষ্যতে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে।

জাতীয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পর্যায়ে প্রথম বর্ষের আসন সংখ্যা ৪০ হাজার ৭২৭টি; মাস্টার্স পর্যায়ে ২৯ হাজার ৪৯৮টি। স্নাতক, মাস্টার্স, এমফিল, পিএইচডি ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেটসহ ৭৪ হাজার ৩২২টি। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন সংখ্যার অতিরিক্ত ভর্তি করা হয়েছে ১ হাজার ১৩১ জন।

জাতীয় শ্বিবিদ্যালয়ের স্নাতক প্রথম বর্ষের আসন সংখ্যা ছিল ৬ লাখ ৮ হাজার ৪০৮টি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের আসন সংখ্যা স্নাতক, মাস্টার্স, এমফিল, পিএইচডি ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেটসহ ৭ লাখ ৪১ হাজার ৪৯৩টি। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের আসন সংখ্যা ৬০ হাজার ৪৭৫টি।

বিশ্বখ্যাত পত্রিকা ইকোনমিস্টের এক দক্ষিণ এশিয়ার উচ্চশিক্ষার ভবিষ্যৎ মডেল প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ায় উচ্চশিক্ষার প্রতি যেভাবে আগ্রহ বাড়ছে, তাতে এখানে উচ্চশিক্ষার নতুন মডেল নিয়ে ভাবতে হবে। সেটা হতে পারে অনলাইনে উচ্চশিক্ষা। বাংলাদেশে সরকারি, বেসরকারি দুধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ছে। ফলে কাঙ্ক্ষিত উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সম্প্রসারিত হচ্ছে। আগামী ২০-২৫ বছরে আরও অর্ধশত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আমানুল্লাহ ফেরদৌস বলেন, দেশে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাস চালু হলে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে। এ জন্য সরকারকে অবশ্যই 'বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের শাখা ক্যাম্পাস বা স্টাডি সেন্টার পরিচালনা বিধিমালা-২০১৪'-এর শতভাগ বাস্তবায়ন করতে হবে। সরকারের কঠোর তদারকি এবং আইনের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে পারলে এ পদ্ধতির উচ্চশিক্ষার [illegible] বাণিজ্যিকীকরণ নিয়ে প্রশ্ন থাকবে না। সারা বিশ্বের চাকরির বাজারে প্রবেশের অবাধ সুযোগ পাবে বাংলাদেশিরা।

শিক্ষা গবেষক খায়রুল আলম মনির বলেন, বছরে ২০ হাজারের মতো শিক্ষার্থী পড়াশোনার জন্য বিদেশে যায়। এতে শত-শত কোটি টাকা বিদেশে চলে যাচ্ছে। প্রচুর অর্থ ব্যয় এবং সময় নষ্ট করে, নানা ঝক্কি-ঝামেলা অতিক্রম করে বিদেশে গিয়েও অনেকে শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ পায় না। বিদেশি গ্রহণযোগ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস দেশে থাকলে শিক্ষার্থী এবং তার পরিবারকে এত গলদঘর্ম হতে হবে না।

একবিংশ শতাব্দীতে জ্ঞানরাজ্যে বাংলাদেশ প্রবল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারে পাশ্চাত্য দেশগুলো ঈর্ষণীয় উন্নতি সাধন করেছে। উন্নত জাতি গঠনে দক্ষ প্রশাসন, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নেতৃত্বদান এবং উচ্চতর পরিমণ্ডলে শিক্ষকতা ও গবেষণাসহ নানাবিধ ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বর্তমান সরকার উচ্চশিক্ষা বিস্তার ও প্রসারে দেশের প্রত্যেকটি জেলায় অন্তত পক্ষে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি খাতকেও উৎসাহ জোগানো হচ্ছে। এ লক্ষ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ পাস করা হয়েছে।